দৈনিক বাংলা

020

তারিখ ... 13/2/85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...

বোর্ডের বই আর প্রাথমিক শিক্ষা

আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গন সব সময়েই ঘটনাবহুল। শিক্ষা হোক অথবা না-ই হোক (হবার চেয়ে না হবার প্রবণতাই বেশি) অসংখ্য ঘটনা সেখানে ঘটে থাকে। প্রতিষ্ঠান যখন আছে তখন কিছু না কিছু তো সেখানে হবেই। শিক্ষার ব্যাপারটা গৌণ হয়ে গেলে আর কিছু ঘটবে। স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা না হবার আয়োজনটা কিন্তু বেশ গোড়া থেকেই সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। একেবারে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায় থেকেই।

নতুন বছরের প্রায় দেড় মাস চলে গেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন শিক্ষা বর্ষেরও। প্রায় প্রত্যেক বছরের মত এবারও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত পাঠ্যবই পাওয়া যায়নি। কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় বইয়ের সংকট তীব্র হবার খবর পাওয়া গেছে, দুই চার মাসের আগে বই পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা কম। অবশ্য ঘটনাটা আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে এমন নয়। এরকম কিছু ঘটতে পারে একথা আগেই আন্দাজ করা গিয়েছিল। বই ছাপাবার মত কাগজের অভাব আছে একথা আগেই জানা গিয়েছিল। শিক্ষা দফতর এখনও স্বীকার করেছে যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে? এই অক্ষমতার জন্যে এখন কাকে দায়ী করা যায়?

না, কেউ দায়ী নন। আমাদের দেশে এরকম অনেক ঘটনা ঘটে যার জন্যে কাউকে দায়ী করা যায় না। দায়িত্ব অস্বীকার করার মত যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ প্রায় সকলেই দেখাতে পারেন। কিছু দিন আগেই স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল দেশের কাগজের মিলগুলি প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করতে পারছে না। কাগজ পাওয়া না গেলে আর কি করে বই ছাপা যাবে? কলাপাতায় তো বই ছাপা যায় না। সবই বোঝা যায়। দোষ নেই কারোরই। এরকম পরিস্থিতিতে এমনটিই হতে হবে। অন্যরকম কিছু এখানে হতে পারে না।

অবস্থাটা কি দাঁড়ায় তাহলে? কিছু সংখ্যক বই কিন্তু সরবরাহ করা হয়েছে। একেবারেই যে হয়নি তা নয়। তবে যা সরবরাহ করা হয়েছে তাতে প্রয়োজন মেটে না। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম। সরবরাহ কম হলে বাজারের পণ্যের দাম বাড়ে। কিন্তু এই সব পাঠ্যবই তো বাজারের পণ্য নয়। এ বই সরকার বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্যে দিয়েছেন। তাহলে এই বই যদি চাহিদার তুলনায় কম সরবরাহ হয় তাহলে কি হয়?

দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এসব বই বাজারের পণ্য থেকে খুব আলাদা কিছু নয়। টেক্সট বুক বোর্ডের বিনামূল্যের বই এখন বাজারে চড়াদামে বিক্রি হচ্ছে বলে অনেক জায়গা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে। অনেকে অভিযোগ করেছেন এ বই বিক্রি করার কোন নিয়ম নেই। এজন্যে কোন বিক্রেতা বা ডিলারও নিয়োগ করা হয়নি? তাহলে এ বই বিক্রি হয় কি করে? এ সমাজে সবকিছু যে খুব নিয়ম মাফিক হয় তা নয় অবশ্য। অনিয়মের কিছু দেখলে আমাদের চমকে ওঠার কোন কারণ নেই। তবু নিছক কৌতূহলবশেই জানতে ইচ্ছে করে এই চড়া দামের বই বিক্রি করা লাভের ভাগটা কার পকেটে যাচ্ছে। টেক্সট বুক বোর্ড নিশ্চয়ই এই বইয়ের ব্যবসা ফেঁদে বসেনি?

কিন্তু বই সরবরাহ করা যাবে না একথা যখন আগেই আন্দাজ করা গিয়েছিল, তখন বিকল্প কোন ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হয়নি আমাদের সেটাই প্রশ্ন। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা আবার খুব বেশি রকম বই নির্ভর। অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে ছোটদের শিক্ষা পর্বটা স্কুলেই সাঙ্গ হয়। বাড়ি ফিরে শিশুদের বই নিয়ে বসতে সেখানে দেখা যায় না, তার প্রয়োজনও হয় না। ছয় সাত ঘন্টার স্কুল সময়টা যদি ঠিকমত শিক্ষা দেয়া নেয়ার কাজেই লাগানো হয় তাহলে অন্তত ছোটদের শিক্ষার জন্যে আর বেশি সময় ব্যয় করা দরকার হয় না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যাপারটা ঠিক এমন নয়। দুই চারটা স্কুলে অবশ্য ভাল লেখাপড়া হয়, সেসব স্কুলে ভিড়ও বেশি। কিন্তু শিক্ষার সবটুকু দায়িত্ব এখানে কোন স্কুলেই গ্রহণ করে না। স্কুলে ছয় সাত ঘন্টা কাটিয়ে আসার পরও এখানে শিশুদের বই নিয়ে বসার প্রয়োজন হয়। অভিভাবকদের তদারকি করতে হয়। হালে আবার প্রাইভেট টিউটর রাখার রেওয়াজও চালু হয়েছে। কিন্তু বইটা সবারই প্রয়োজন। না হলে কে কি পড়াবেন বোঝা যাবে কি করে? সেই বই না থাকাতেই তো যত বিপত্তি।

বই নেই। অতএব পড়ার পাটও বন্ধ। কি আর করা যাবে? শিক্ষকরা যদি অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে ছয় সাত ঘন্টার ক্লাসের সময়ে এমনভাবে শিশুদের পড়িয়ে দিতেন যে তাদের বইয়ের অভাব বড় একটা অনুভব করতে হত না তাহলে এক কথা ছিল। কিন্তু তারাই বা কেন এই অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে যাবেন? কিসের বিনিময়ে? সবাই যেখানে এ সমাজে দায়িত্ব এড়াতে তৎপর তখন তাদের কাছেই বা ভিন্ন কিছু আশা করা যায় কিভাবে? তা যায় না। তাহলে? যেমন চলছে তেমনই কি চলবে? শিক্ষাবর্ষের সিকি ভাগ কেটে যাবে লেখাপড়া ছাড়াই? তারপরও তো ছুটি আছে, হরতাল আছে, আরও কত কি? অবস্থাটা কি সত্যিই অপরিবর্তনীয়?

—কণিকা মাহফুজ